



98134 - ইসলামের দৃষ্টিতে গণতন্ত্র

প্রশ্ন

প্রশ্ন: আমি শুনছি 'গণতন্ত্র' ইসলাম থেকে নেয়া হয়েছে। এ কথাটা কি ঠিক? গণতন্ত্রের পক্ষে প্রচারণা করার হুকুম কি?

প্রিয় উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।

আলহামদুলিল্লাহ। এক:

ডেমোক্রেসি (গণতন্ত্র) আরবী শব্দ নয়। এটি গ্রিক ভাষার শব্দ। দুটি শব্দে সমন্বয়ে শব্দটি গঠিত: Demos অর্থ-সাধারণ মানুষ বা জনগণ। আর দ্বিতীয় শব্দটি হচ্ছে-KRATIA অর্থ-শাসন। অতএব, ডেমোক্রেসি শব্দে অর্থ হচ্ছে-সাধারণ মানুষের শাসন অথবা জনগণের শাসন।

দুই:

গণতন্ত্র ইসলামের সাথে সাংঘর্ষিক একটি তন্ত্র। এই তন্ত্রে আইন প্রণয়নের ক্ষমতা জনগণের হাতে অথবা তাদের নিযুক্ত প্রতিনিধি (পার্লামেন্ট সদস্য) এর হাতে অর্পণ করা হয়। তাই এ তন্ত্রের মাধ্যমে গায়রুল্লাহর শাসন প্রতিষ্ঠা করা হয়; বরং জনগণ ও জনপ্রতিনিধি শাসন প্রতিষ্ঠা করা হয়। এ তন্ত্রে জনপ্রতিনিধিদের সকলে একমত হওয়ার দরকার নেই। বরং অধিকাংশ সদস্য একমত হওয়ার মাধ্যমে এমন সব আইন জারী করা যায় জনগণ যসেব আইন মনে চলতে বাধ্য; এমনকি সে আইন যদি মানব প্রকৃতি, ধর্ম, বিবিকে ইত্যাদির সাথে সাংঘর্ষিক হয় তবুও। উদাহরণতঃ এই তন্ত্রে অধীনে গর্ভপাত করা, সমকামতা, সুদী মুনাফার বিধান ইত্যাদি জারী করা হয়েছে। ইসলামি শাসনকে বাতলি করা হয়েছে। ব্যভিচার ও মদ্যপানকে বৈধ করা হয়েছে। বরং এই তন্ত্রের মাধ্যমে ইসলাম ও ইসলামপন্থীদেরকে প্রতিহত করা হয়। অথচ আল্লাহ তাআলা তাঁর কতিবে জানিয়েছেন, হুকুম বা শাসনের মালিক একমাত্র তিনি এবং তিনিই হচ্ছেন- উত্তম হুকুমদাতা বা শাসক। পক্ষান্তরে অন্যকে তাঁর শাসনে অংশীদার করা থেকে নিষেধ করেছেন এবং জানিয়েছেন তাঁর চয়ে উত্তম বিধানদাতা কউে নেই। আল্লাহ তাআলা বলেন (ভাবানুবাদ): “অতএব, হুকুম দেওয়ার অধিকার সুউচ্চ ও সুমহান আল্লাহর জন্ম” [সূরা গাফরে, আয়াত: ১২] আল্লাহ তাআলা আরও বলেন (ভাবানুবাদ): “আল্লাহ ছাড়া কারো বিধান দেওয়ার অধিকার নেই। তিনি আদেশে দিয়েছেন যে, তিনি ব্যতীত অন্য কারো ইবাদত করো না। এটাই সরল পথ। কিন্তু অধিকাংশ লোক তা জানে না।” [সূরা ইউসুফ, আয়াত: ৪০] আল্লাহ তাআলা আরও বলেন: “আল্লাহ কি হুকুমদাতাদের শ্রেষ্ঠ নন?” [সূরা ত্বীন, আয়াত: ০৮] তিনি আরও বলেন (ভাবানুবাদ): “বলুন, তারা কতকাল অবস্থান করছে- তা আল্লাহই ভাল জানে। নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলে গায়বে



বসিয়রে জ্ঞেগন তাঁরই কাছে রয়ছে। তনি কিত চমৎকার দখেনে ও শনেনে! তনি ব্য়তীত তাদরে জন্য় কনে সাহায্যকারী নই। তনি নিজি হুকুমে কাউকে অংশীদার করান না।”[সূরা কাহাফ, আয়াত: ২৬] তনি আরও বলনে (ভাবানুবাদ): “তারা কি জাহলেয়াতরে হুকুম চায়? বশ্বাসীদরে জন্য় আলাহর চয়ে উত্তম হুকুমদাতা আর ক?”[সূরা মায়দো, আয়াত: ৫০]

আলাহ তাআলা সৃষ্টকিলরে স্রষ্টা। তনি জাননে, কোন বধিন তাদরে জন্য় উপযুক্ত; কোন বধিন তাদরে জন্য় উপযুক্ত নয়। সব মানুশরে ববিকে-বুদ্ধি, আচার-আচরণ ও অভ্যাস এক রকম নয়। নিজরে জন্য় কোনটা উপযোগী মানুশ সটোই তো জানে না; থাকতো অন্যরে জন্য় কোনটা উপযুক্ত সটো জানবে। এ কারণে য়ে দেশেগুলোতে জনগণরে প্রণীত আইনে শাসন চলছে সে দেশেগুলোতে বশ্বিঙ্খলা, চারত্বিরকি অবক্ষয়, সামাজকি বপির্যয় ছাড়া আর কিছু দখো যায় না।

তবে কিছু কিছু দেশে এ তন্ত্ৰটি নছিক একটি শ্লোগান ছাড়া আর কিছু নয়; যার কোনরূপ বাস্তবতা নই। এ শ্লোগানরে মাধ্যমে জনগণকে ধোঁকা দয়ো উদ্দেশ্যে। প্ৰকৃতপক্ষে রাষ্ট্রপ্ৰধান ও তার সহযোগীরাই হছ- আসল শাসক এবং জনগণ হছ- তাদরে করদ। এর চয়ে বড় প্ৰমাণরে আর কি প্ৰয়োজন আছে, শাসকবর্গ যা অপছন্দ করে ডেমোক্রেসেতি যদা এমন কিছু থাকে তখন তারা সটোকে পায়রে নীচে পষিট করে। নরিবাচনে কারচুপি, স্বাধীনতা হরণ, সত্য কথা বললে টুটি চপে ধরা ইত্যাদি এমন কিছু বাস্তবতা যা সকলরে জানা; এগুলো সাব্যস্ত করার জন্য় কোন দললিরে প্ৰয়োজন নই। দিনরে অস্তত্ব সাব্যস্ত করার জন্য় যদি দললি লাগে তাহলে ববিকে আর কিছু ধরবে না।

‘মাউসুআতুল আদইয়ান ওয়াল মাযাহবে আল-মুআসরো’ গ্ৰন্থ (২/১০৬৬) তে এসছে-

পার্লামেন্টের ডেমোক্রেসে: এটি এমন একটি গণতন্ত্ৰকি শাসনব্যবস্থা যাতো জনগণরে নরিবাচতি প্ৰতনিধিবিরগরে নরিবাচনে গঠতি পরষিদরে মাধ্যমে জনগণ শাসনকার্য পরচালনা করে থাকে। এ ব্যবস্থায় জনগণ বশ্বিষে কিছু ক্ষেত্রে বশ্বিষে কিছু প্ৰক্রিয়ায় শাসনকার্যে সরাসরি হস্তক্ষেপে করার অধিকার রাখে। সে প্ৰক্রিয়াগুলোর মধ্যে রয়ছে-

১. ভোট দেওয়ার অধিকার: জনগণরে কতপিয় ব্য়ক্তবিরগ কোন একটি আইনরে বসিতারতি বা সংক্ষিপ্ত বলি উত্থাপন করে। এরপর পার্লামেন্ট কমটি সটোর উপর আলোচনা করে ও ভোট দেয়।

২. গণভোট দেওয়ার অধিকার: কোন একটি আইন পার্লামেন্টরে অনুমোদনরে পর জনগণরে রায় প্ৰকাশ করার জন্য় পশে করা।

৩. না-ভোট দেওয়ার অধিকার: কোন একটি আইন প্ৰকাশ করার নরিদষিট কিছু সময়রে মধ্যে সংবধিন কর্ত্বক নরিধারতি সংখ্যক লোকরে পক্ষ থেকে এ আইনরে বরিদ্বধে আপত্ব্তি জানানোর অধিকার। যাতো করে এ আপত্ব্তরি ফলে গণভোটরে মাধ্যমে সমাধান করা যায়। যদি হ্যাঁ-এর পক্ষে বশে ভোট পড়ে তাহলে আইনটি কার্যকর করা হয়। আর যদি না-এর পক্ষে বশে ভোট পড়ে তাহলে সটো বাতলি করা হয়। বর্তমানে প্ৰায় সকল সংবধিন এ নিয়মে চলছে। কোন সন্দহে নই



গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা আল্লাহর আনুগত্য ও আইনপ্রণয়ন অধিকারের ক্ষেত্রে একটিনিব্ধ শরিকের স্বরূপমাত্র। যহেতে এ প্রক্রিয়ায় স্রষ্টা হিসেবে আল্লাহর আইন প্রণয়ন করার একক অধিকারকে ক্ಷুণ্ণ করা হয় এবং মাখলুককে এ অধিকার প্রদান করা হয়। অথচ আল্লাহ তাআলা বলেন: “তওমরা আল্লাহকে ছেড়ে নছিক কছি নামরে ইবাদত কর, সগেুলটে তওমরা এবং তওমাদের বাপ-দাদারা সাব্যস্ত করে নয়িছে। আল্লাহ এদরে কোনে প্রমাণ অবতীর্ণ করনেনি। আল্লাহ ছাড়া কারও বধিন দওয়ার অধিকার নই। তিনি আদশে দয়িছেনে যে, তিনি ব্যতীত অন্য কারও ইবাদত করটে না। এটাই সরল পথ। কনিতু অধিকাংশ লটেক তা জানে না।” [সূরা আল-আনআম, আয়াত: ৫৭] সমাপ্ত।

তনি:

অনকে মানুষ ধারণা করে, ডেমোক্রেসি মাননে- স্বাধীনতা, মুক্ততা! এটি একটি ভুল ধারণা। যদিও ‘স্বাধীনতা’ ডেমোক্রেসির উদ্ভাবিত একটি পণ্য। আমরা এখানে স্বাধীনতা বলতে বুঝতে চাই: বিশ্বাসের স্বাধীনতা, চারিত্রিক স্থলনরে স্বাধীনতা, মত প্রকাশের স্বাধীনতা। ইসলামী সমাজের উপর এগুলোর নেতিবাচক প্রভাব অনেকে। এ প্রভাব মতপ্রকাশের স্বাধীনতার নামে রাসূলগণ, তাদের রসিলাত, কুরআন, সাহাবায়েরে উপর দওষারোপ করার পরযায়েরে পর্যন্ত পটৌছে যায়। স্বাধীনতার নামে বেপের্দা, বহোয়াপনা, খারাপ ছবি ও ফলিম অনুমোদন দওয়ার পরযায়েরে পটৌছে যায়। এভাবে এর তালিকা লম্বা হতই থাকে। এ সবগুলো উম্মতেরে দ্বীনদারি ও চরতির ধ্বংস করার অপচেষ্টা। পৃথিবীর নানা রাষ্ট্রের গণতান্ত্রিক শাসনের আড়ালে যে স্বাধীনতার দকি আহ্বান জানায় সে স্বাধীনতা আবার সবক্ষেত্রে নয়। বরং স্বার্থ ও প্রবৃত্তির শকিলে এ স্বাধীনতা আষ্টপেষ্টে বাঁধা। মত প্রকাশের স্বাধীনতার নামে তারা মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও কুরআনকে দওষারোপ করা অনুমোদন করে; কনিতু ‘নাৎসদিরে ইহুদিনিধিন’ নিয়ে কথার ক্ষেত্রে স্বাধীনতা নষিধে। বরং যে ব্যক্তি এ হতযাজ্জুকে অস্বীকার করে তাকে শাস্তি দয়োর হয়, জলে পুরা হয়। অথচ এটি একটি ঐতিহাসিক ঘটনা; এটাকে যে কেউ অস্বীকার করতই পারে।

যদি আসলই তারা স্বাধীনতার আহ্বায়ক হতো তাহলে তারা ইসলামী রাষ্ট্রেরে জনগণকে নজিদেরে সদিধান্ত নজিদেরেকে নয়োর সুযোগ দলি না কনে?! কনে তারা মুসলমানদেরে দেশগুলোকে উপনবিশে বানাল, তাদেরে ধর্ম ও বিশ্বাস পরবির্তনেরে পদক্ষেপে গ্রহণ করল? ইতালিয়ানরা যখন লবিয়ার জনগণকে হত্যা করছিল তখন এ স্বাধীনতা কোথায় ছিলি? ফরান্স যখন আলজেরিয়াতে হতযাজ্জু চালাচ্ছিলি অথবা ইতালিয়ানরা মশিরে গণহত্যা চালাচ্ছিলি বা আমেরিকানরা যখন আফগান ও ইরাকে হতযাজ্জু চালাচ্ছিলি তখন এ স্বাধীনতা কোথায় ছিলি?

এসব স্বাধীনতার দাবীদারদেরে নকিটেও স্বাধীনতা কতগুলো নয়িম-কানুন দ্বারা শৃঙ্খলতি; যমেন-

১- আইন: কোনে মানুষেরে এ অধিকার নই যে, সে রাস্তাততে সাধারণ চলাচলেরে বপিরীত দকি চলবে বা গাড়ী চলাবে। অথবা লাইসেন্স ছাড়া কোনে দোকান-পাট খুলবে। যদি সে বলে আমি স্বাধীন; কেউ তার দকি ভরুক্ষেপেও করবে না।



২- সামাজিক প্রথা: উদাহরণতঃ কোন নারী সাগর যাপনরে পোশাক পরে কোন মৃতব্যক্তির শোকাহত বাড়ীতে যতে পারে না! যদি বলে আমি স্বাধীন, মানুষ তাকে তুচ্ছ-তাচ্ছলিষ করবে, তাড়িয়ে দবি। কারণ এটি প্রথার বিপরীত।

৩- সাধারণ রুচিবোধ: উদাহরণতঃ কোন ব্যক্তি মানুষের সামনে বায়ু ত্যাগ করতে পারে না! এমনকি ঢেকুর তুলতে পারে না। যদি সে বলে, আমি স্বাধীন, তাহলে মানুষ তাকে হয়ে প্রতাপিন্ন করে।

এখন আমরা বলতে চাই:

তাহলে আমাদের ধর্মের কোন এ অধিকার থাকবে না যে, আমাদের স্বাধীনতাকে শৃঙ্খলিত করবে। যমেন- তাদের স্বাধীনতা বেশে কিছু বিষয় দ্বারা শৃঙ্খলিত হয়েছে যে বিষয়গুলোকে তারা অস্বীকার করতে পারে না?! কোন সন্দেহে নই ইসলাম ধর্ম যা নিয়ে এসছে এর মধ্যেই রয়েছে কল্যাণ ও মানুষের জন্ম উপকার। নারীকে বেপেদা হতে নিষেধ করা, মদপানে বারণ করা, শুকুর খতে নিষেধ করা ইত্যাদি সব মানুষের শারীরিক, মানসিক ও জবৈনিক কল্যাণই। কিন্তু ধর্ম যদি তাদের স্বাধীনতাকে বিধিবিধ করে তখন তারা সটো প্রত্যাখ্যান করে। আর যদি তাদের মত অন্য কোন মানুষ বা অন্য কোন আইনের পক্ষ থেকে আসে তখন তারা বলে “শুনলাম ও মানলাম”।

চার:

কিছু মানুষ ধারণা করে- ডেমোক্রেসি শব্দটা ইসলামে ‘শুরা’ শব্দরে প্রতিশব্দ। এটি কয়কেটি কারণে ভুল। কারণগুলো নিম্নরূপ:

১. শুরা বা পরামর্শ করা হয় নতুন কোন বিষয় নিয়ে, এমন বিষয়ে যে বিষয়ে কুরআন-হাদিসরে বক্তব্য সুস্পষ্ট নয়। পক্ষান্তরে ‘জনগণের শাসন’ এ ধর্মের অকাট্য বিষয়গুলো নিয়েও আলোচনা-পর্যালোচনা করা হয়। এরপর হারামকে হারাম ঘোষণা করা হয় না, হালাল অথবা ওয়াজবিকে হারাম ঘোষণা করা হয়। এসব আইনের বলে মদ বক্রিরি বধৈতা দয়ো হয়েছে। ব্যভিচার ও সুদরে বধৈতা দয়ো হয়েছে। এসব আইনের মাধ্যমে ইসলামি সংস্থাগুলো ও আল্লাহর দিকে আহ্বানকারীদের তৎপরতাকে কণেঠাসা করা হয়েছে। এ ধরণের কণেঠাসাকরণ ইসলামি শরিয়ার সাথে সাংঘর্ষিক। শুরা পদ্ধতিতে এমন কোন সিদ্ধান্ত নেয়ার কোন সুযোগ আছে কি?!

২. শুরা কমটি গঠিত হয় এমন ব্যক্তিবর্গদের সমন্বয়ে যাদের মধ্যে ফকিহ, ইলম, সচতেনতা ও চরিত্র ইত্যাদির একটা উন্নত মান বিদ্যমান থাকে। কারণ চরিত্রহীন ব্যক্তি বা বোকোর সাথে পরামর্শ করা যায় না; আর কাফরে বা নাস্তিকিরে সাথে পরামর্শ তো আরও দূরে কথা। পক্ষান্তরে ডেমোক্রেটিকি পার্লামেন্টে: পূর্ববক্ত গুণগুলোর কোন বিবেচনা নই। একজন কাফরে, দুর্নীতিবিজ, নরিবোধ ব্যক্তিও পার্লামেন্ট সদস্য হতে পারবে। সুতরাং শুরার সাথে এ তন্ত্রেরে কি সম্পর্ক?!



৩. শাসক শুরার সন্ধানত গ্রহণ করতে বাধ্য নন। হতে পারে শুরা কমটির একজন সদস্য যবে পরামর্শ দয়িছেন তার দললিরে বলষ্টিতার কারণে তিনি সটোই গ্রহণ করবনে। অন্য সদস্যদরে মতামতরে পরবির্তে এই মতকে সঠিকি মনে করবনে। পক্ষান্তরে গণতান্ত্রিকি পদ্ধততিে 'অধিকাংশ সদস্যরে' মত চূড়ান্ত মত। জনগণকে এ মত মনে চলতে হবে।

অতএব, মুসলমানরে কর্তব্য হচ্চে- তাদরে ধর্মকে নয়িে গৌরববোধ করা, তাদরে রবরে পক্ষ থেকে দেয়ো বধিনরে প্রতি আস্থা রাখা; এ বধিন তাদরে দুনিয়া ও আখরোতরে কল্যাণে যথেষ্ট এবং আল্লাহর শরয়িত বরোধী সকল তন্ত্র-মন্ত্র থেকে নিজরে মুক্ততা ঘোষণা করা।

শাসক ও শাসতি সকল মুসলমানরে কর্তব্য জীবনরে সকল ক্ষেত্রে আল্লাহর বধিন মনে চলা। ইসলাম ছাড়া অন্য কোন তন্ত্র বা জীবনপদ্ধতি গ্রহণ করা হারাম। আল্লাহকে রব হিসেবে, ইসলামকে ধর্ম হিসেবে ও মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে নবী হিসেবে গ্রহণ করার দাবী হচ্চে- প্রকাশ্যে ও গোপনে ইসলামকে আঁকড়ে ধরা, আল্লাহর শরয়িতকে সম্মান করা, নবীর আদর্শরে অনুসরণ করা।

আমরা আল্লাহর নকিট প্রার্থনা করছি তিনি যনে ইসলামরে মাধ্যমে আমাদেরকে শক্তিশালী করনে এবং ষড়যন্ত্রকারীদের ষড়যন্ত্র নস্যাত করে দনে।

আল্লাহই ভাল জাননে।